তারাশঙ্করের

চাঁপা ডাঙার বউ

নির্মল দে প্রোডাকসন্সের নিবেদন

চাঁপা ডাঙার বউ

কাহিনী ও গীত • তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় • সঙ্গীত • মানবেন্দ্র মুখার্জী

ভূমিকায়

অনুভা গুপ্তা উত্তমকুমার
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা সরকার, আশা দেবী, কমলা অধিকারী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রেমাংশু বোস, অমূল্য সান্যাল, **গৌতম কুমার**, দেবেন বন্দ্যো:, দেবী নিয়োগী, ও আরও অনেকে।

চিত্র-সংগঠনে

চিত্র-শিল্পী : নির্মল দে • শব্দ-যন্ত্রী : মণি বোস
সম্পাদক : সুকুমার সেনগুপ্ত • শিল্প-নির্দেশক : সুনীল সরকার • কর্ম-সচিব : সুভাষ চন্দ্র দাস
ব্যবস্থাপনা : গান্ধী বোস, মুকুল চৌধুরী • রূপসজ্জা : কাতিক দাস • আলোক সম্পাত : দুলাল শীল, নিতাই শীল • স্থিরচিত্র : স্টুডিও স্যাংগ্রীলা।

সহকারী

পরিচালনায় : বিশু দাসগুপ্ত, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত
চিত্র-শিল্পে : অমল দাস, জ্ঞান কুণ্ডু, জয় মিত্র
শব্দ-যন্ত্রে : সুজিত সরকার, সম্পাদনায় : অরবিন্দ ভট্টাচার্য, শিল্প-নির্দেশে : ভোলানাথ ভট্টাচার্য
আলোকসম্পাতে : শম্ভু, যাদব, নগেন, বিশ্বনাথ।

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
নির্মল দে

পরিবেশক
কল্পনা মুভিজ লিঃ

DIPOK DEY
107/2, RAJA RAMMOHAN SARANI
KOLKATA-700 009
Phone : 2350-0030
E-mail : ruana@vsnl.net

কাহিনী

চারজনকে নিয়েই সংসার।

তার মধ্যে আবার একজনই আসল। তার নাম কাদম্বিনী। কিন্তু সে-নাম কেউ মনে রাখেনি। কাদম্বিনীর পরিচয়, সে চাঁপাডাঙার বৌ। স্বামী সেতাপ মোড়ল শুধু নামে নয় কাজেও প্রমাণ করে সে মোড়লী করবার অধিকার রাখে। পঞ্চায়েতের একজন প্রধান সে। টাকার দরকারেও গাঁয়ের কারুর তার কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই। তবে টাকা সে এমনি দেয় না। দস্তুরমত বন্ধক রেখে তবে দেয়।

চাঁপাডাঙার বৌ তাই স্বামীকে তিরস্কার করে: লোকে তোমার নাম করে না। মুখ দেখলে যাত্রা নষ্ট হয়।

সেতাপ তা জানে না তা নয়। কিন্তু তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে বলে "সেতাপ না থাকলে পেতাপ মোড়লের জমিজিরেত সব দেনার দায়ে নিলেম হয়ে যেত। ভিক্ষে করে খেতে হতো—টাকা কত দুঃখের ধন তা জান?"

এই হলো সেতাপ—এই কটি কথার মধ্যেই তার ভেতরের মানুষটিকে ধরা যাবে।

কিন্তু তার ভাই মহাতাপ? উত্তরমেরু আর দক্ষিণ মেরুতে, দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকারে, ধবধবে সাদা থেকে কুচকুচে কালোয় যত পার্থক্য, বড় ভাই সেতাপ আর ছোট ভাই মহাতাপের দূরত্ব বোধ করি তার চেয়েও বেশী। মহাতাপের কথা হল: "সংসার অতি সুখের স্থান, হেথা দুঃখ কোথা? চাষ কর, গাঁজা ভাঙ খাও, আর খোল বাজিয়ে বেড়াও, ব্যস। বিষয় চিন্তা বিষের মত।

আর এরি মধ্যে ভাঙ্গা সেতুর মত দাঁড়িয়ে আছে মহাতাপের বৌ মানদা। স্বামী হোক তার বড় ভায়ের মত হিসেবী, নিজের দাবী কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিক, তা নয় দাদা-বৌদির সংসারে পাগল স্বামীকে নিয়ে সে যেন আছে দাসী-বাঁদীর মত।

সেতাপ যেমন জানে শুধু টাকা, চাঁপাডাঙার বৌ তেমনি জানে শুধু মহাতাপ।

এই পাগল, জুড়ে আছে তার সমস্ত জীবন। কখন কী করে বসে, আর তাকে সামাল দিতে দিতেই কোনদিন তার জীবনান্ত হবে, এই আশঙ্কাতেই কাঁটা হয়ে থাকে চাঁপাডাঙার বৌ।

ঝগড়া যে হয় না, তাও নয়। কিন্তু সে-সব কলহের স্থায়ীত্ব শরৎকালের হালকা মেঘের মত, জমতে না জমতেই উড়ে যায়!

এই ত' সেদিন। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরবার পথে গাজনের দলে শিব সেজে গাঁজা খেয়ে বিভোর অবস্থায় নাচতে নাচতে যখন মহাতাপ বাড়ী ফিরলো তার আগেই সেতাপ আড়ি পেতে শুনেছে চাঁপাডাঙার বৌ যেন কী একটা টাকা দেওয়ার কথা চাপবার চেষ্টা করছে। তারপর আবার গাজনের দল যখন চাঁপাডাঙার বৌ-এর কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে তবে গেল তখন সেতাপের রাগ আর বাগ মানলো না। সে ফেটে পড়ল। দু'দুটো টাকা, তায় রক্তজল করা টাকা। বৌ যত বোঝায় এ-টাকা তার নিজের টাকা, স্বামীর নয়, সেতাপ তত যেন আরো মরীয়া হয়ে ওঠে।

ওদিকে মহাতাপ খাবার পাতে অম্বল না পেয়ে দাদাকে মারতে উঠলো, সে গুড় কেন সেতাপ বেচে দিয়েছে, যার জন্যে নাকি মহাতাপকে রোদে-জলে দিনরাত চাষ করতে হয়েছে আখের।

দুই পাগলের মাঝখানে চাঁপাডাঙার বৌ একা দুদিক সামলায় হাসি মুখে। বাজার থেকে গুড় এনে অম্বল করে দিতে তবে খাওয়া শেষ হয় মহাতাপের।

তখন আবার খুসীতে ঝলমল করে ওঠে চাঁপাডাঙার বৌ। আনন্দের বাণ ডাকে সেতাপ মোড়লের ভিটেয়।

এমনি করেই কাটছিলো দিন। মনে হয়েছিলো কেটেও যাবে এমনি করে। কিন্তু ঘোতন ঘোষের বন্ধকী ধান যেদিন দাদাকে না জানিয়ে ঘোত্‌নার মাকে মহাতাপ ছেড়ে দিলো, সেদিন সেতাপ ছাড়লো না মহাতাপকে। মহাতাপ যদিও সেই ধান আবার খেটে গোলায় তুলে দেবে বল্লে, তবুও সেতাপ ডেকে পাঠালো ঘোতনকে। ঘোতন মহাতাপকে বল্লে: মানুষের কথা ত একটাই। তা তুমি ধান ছেড়ে দিলে তোমার দাদা আবার ডাকে কেন?

মহাতাপকে ঘোতন বল্লে এই কথা আর ওদিকে মহাতাপের দাদাকে গিয়ে বল্লে: চাঁপাডাঙার বৌ আর মহাতাপের ব্যাপার জানি, জানি, সবই জানি, শুধু তুমিই কিছু জানো না।.....

ব্যস। কটা কথা আগুন ধরিয়ে দিলে সেতাপের মনে। হিসেব-পাওনা, পঞ্চায়েত পড়ে রইল, সেতাপের মনে ঘুরতে লাগলো ঘোতনের সেই—

জানি, জানি, সবই জানি, শুধু তুমিই কিছু জানো না.....

কী সেই কথা? যা সবাই জানে, যা ঘোতন জানে, জানে না শুধু সেতাপ।

সেই 'কথা'-ই চাঁপাডাঙার বৌ-এর কাহিনী।

সঙ্গীত

[১]

শিবহে শিবহে
অ শিব শঙ্কর
হাড়মালা খুলে ফুলমালা পরোহে।
হায় হায় হায় হায় হায় হায় হায়।

ফুল যে শুকায়ে যায়
গলায় বিষের জ্বালায়
শিব জ্বর জ্বর রে!
গাজনে নাচন শিব সম্বর হে
শিব শঙ্কর হে।
হাড়মালা খুলে ফুলমালা পরোহে।

হায়রে হায়
হায়রে হায়
হায়রে হায়রে,
মদন পুড়ে ছাইরে
মদন পুড়ে ছাই
লাজে কাঁদে পার্বতী
ঝর ঝর রে!
গাজনে নাচন শিব সম্বর হে
শিব শঙ্কর হে।
হাড়মালা খুলে ফুলমালা পরোহে
শিবহে শিবহে।

[২]

কহিনু তোদের আগে
দাগা পেলাম শ্যাম দাগে (সখিরে)
এ ছার জীবনে নাহি দায়
কাজ কি বল
এ জীবনে আর কাজ কি বল?
শ্যাম যদি সই বিরূপ হল।
তিল তুলসী দিয়া
সমর্পণ করিনু হিয়া
(ওরে) দেহমন সপে দিলাম
(ওরে) প্রাণবল্লভের শ্রীচরণে
তিল তুলসী দিয়া।
তারে তিলে তিলে আমি পাবো বলে
তিল তুলসী দিয়া।
তারে তিলে তিলে মনে পড়বে বলে
তিল তুলসী দিয়া।
সমর্পণ করিনু হিয়া।
জনমের মত রাঙা পায়
সব সঁপেছি,
যা ছিল মোর সব সঁপেছি,
আমার বলতে কিছু রাখি নাই
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
যা ছিল মোর সব সঁপেছি
গোবিন্দায় নমো বলে
রাঙা পায়ে সব সঁপেছি।

[৩]

কমল মুখ শুকায়ে গেছে
আয় মা আয় মুছায়ে দি।
মায়ের কোলে শয়ন কর মা
শীতল পাটী বিছায়ে দি।
বল্ মা বল্ কাণে কাণে
কি দুখ পেলি কোমল প্রাণে
শ্মশান্ তাপে জ্বলছে দেহ
আঁচল বায়ে মুছায়ে দি।

[৪]

দয়াল গুরুরে
ভবে আর আমার নালিশের জা'গা নাই!
আমি কোথায় থাকি কারে ডাকি
শূন্য হেরি যেদিক চাই।
আমার নাইকো পিতা নাইকো মাতা
নাইকো জোড়ের ভাই
আমার মুখ দেখে দুখ্ বুঝে নেবে
এমন দয়াল কোথায় পাই?
ছায়া লইতে প্রাণ জুড়াইতে
শীতল বৃক্ষতলে যাই,
সেই ছায়ায় বলে করম্ দোষে
ছাড়ি আমি দুঃখের ঠাই।

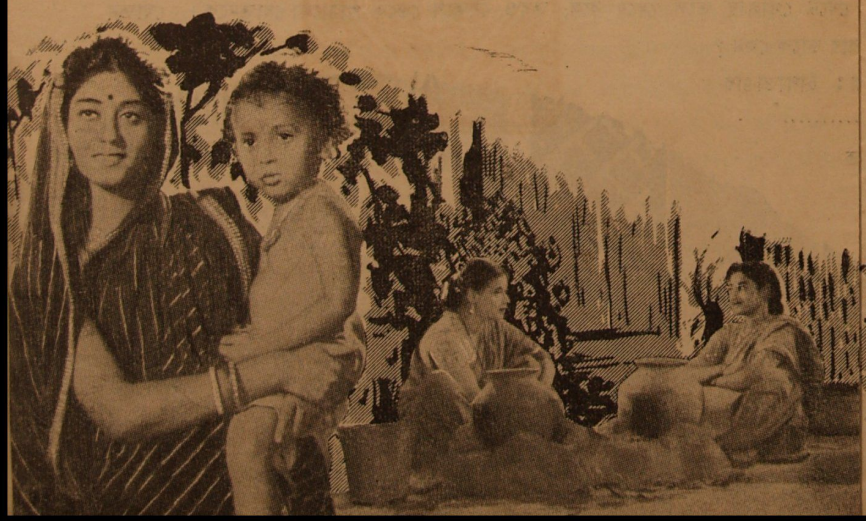

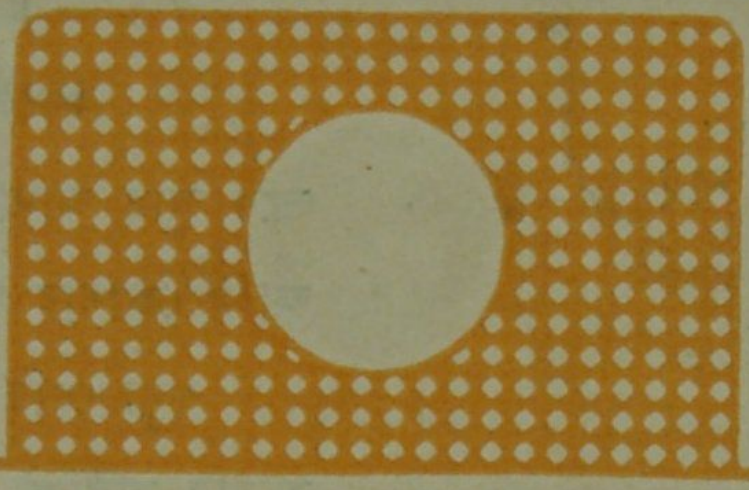

কল্পনা মুভিজ লিঃ-র পক্ষে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল
কর্তৃক সম্পাদিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ,
১নং টেগোর ক্যাসাল ষ্ট্রীট, হইতে মুদ্রিত।

ঃ প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র ঃ
আর্টিস্টস সার্কল (১৯৫২)

দাম ঃ দু'আনা